কোন্নগরে দুর্গাপুজোর থিম লক্ষ্যভেদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোন্নগর ঃ হুগলির কোন্নগর দক্ষিণপাড়ার দুর্গাপুজো এবার ৬৬ বছরে পড়ল। এবারে এখানকার মণ্ডপের থিম লক্ষ্যভেদ। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই মানুষ নিজের জীবনে দাঁড়াতে কোন কিছু টার্গেট করে এগোতে থাকে। আর সেই এগোনোর মাঝে বহু বাধা বিপত্তিও আসে। কিন্তু সবকিছুকেই অতিক্রান্ত করে মানুষের মূল লক্ষ্যে পৌঁছনই হল লক্ষ্যভেদ। কোন্নগর দক্ষিণপাড়ার থিমে এবারে সেটাকেই শিল্পকলার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। যেখানে বহু লোহার শিকলের পাশাপাশি তালা ও চাবি ব্যবহৃত হচ্ছে। মণ্ডপের ভিতরে থাকছে বেশ কিছু মানুষের হাত। যা আকাশ পানে চেয়ে অর্থাৎ শিকল, তালাকে ভেদ করে নিজের জায়গায় পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরা হচ্ছে। মণ্ডপের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এখানকার প্রতিমাতেও থাকছে শিল্পকলার নির্দশন।

বন্ধুমহলের দুর্গাপুজোর থিম রাজস্থানের রঙবাহার

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ হুগলির চুঁচুড়া ফুলপুকুর বন্ধুমহল ক্লাব সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির পুজো এবছর ২৫ বছরে পদার্পন করল। রজতজয়ন্তী বর্ষে তাদের মণ্ডপ সজ্জার থিম রাজস্থানের রঙবাহার। এবারের পুজো সম্পর্কে বন্ধুমহল ক্লাব সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির পক্ষে সমীর মুখার্জী বলেন, এবারে তাঁদের মণ্ডপ নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছেন চন্দননগরের বিখ্যাত হামির আলি ডেকরেটার। এছাড়া প্রতিমা নির্মাণ করছেন কৃষ্ণনগরের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মৃৎশিল্পী শঙ্কর পাল। সমীরবাবু আরও বলেন, এই মণ্ডপে ঢুকলে দর্শনার্থীদের মনে হবে তাঁরা সত্যি সত্যি রাজস্থানে চলে এসেছেন। পাশাপাশি তিনি জানান, এবার তাঁদের পুজোর বাজেট ১৫ লক্ষ টাকা ধরা হলেও তা আরও বাড়বে। তাঁর দাবি, এবছর বন্ধুমহল ক্লাব সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি সমস্ত পুজো প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা জিতবে। তবে তাঁর মতে, সাধারণ মানুষই শ্রেষ্ঠ বিচারক বলেও তিনি জানান।

কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে ছিনতাই

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তরপাড়া ঃ আবারও দুষ্কৃতী তাণ্ডবের ঘটনা ঘটল হুগলির উত্তরপাড়া থানার কোন্নগর-কানাইপুরে। এবারে ব্যবসায়ীর মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে নগদ টাকাসহ মোবাইল ফোন নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। বুধবার ভোররাতে ঢাকঙ্গ্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কানাইপুরের বাসাই অটো স্ট্যান্ডে। ভোর চারটে নাগাদ অটো স্ট্যান্ডে অটো ধরার জন্য বেশ কিছু ব্যবসায়ী দাঁড়িয়ে ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় বোমা ও পিস্তল হাতে কয়েকজন দুষ্কৃতী সেখানে হাজির হয়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক ব্যবসায়ীর মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে তাঁর কাছে থাকা নগদ টাকাসহ মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়। পরে অন্যান্যরা চিৎকার শুরু করলে সকলে চম্পট দেয়। কানাইপুর বিট হাউসে এবিষয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

মিছিলে ষাঁড়ের গুঁতো

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তরপাড়া ঃ সিপিএমের বিপিএমও অধিকার পদযাত্রার মিছিল চলছিল হুগলির উত্তরপাড়া কোতরং এলাকায়। মিছিল হিন্দমোটরের দিকে যাওয়ার সময় কোতরং তরুণ সংঘের মাঠের সামনে আচমকাই দুটি ষাঁড়ের লড়াই চলছিল। ওই ষাঁড় দুটি মিছিলের দিকে ছুটে এসে মিছিলের সামনের দিকে থাকা বেশ কয়েকজন কর্মীকে শিং দিয়ে গুঁতিয়ে দেয়। এই ঘটনায় ১৫জন কর্মী আহত হন। তাঁদের মধ্যে ৬জনকে স্থানীয় এক বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন জেলা সম্পাদক দেবব্রত ঘোষ, প্রাক্তন বিধায়ক শ্রুতিনাথ প্রহরাজ প্রমুখ।

সরকার বাড়ির দুর্গাপুজোয় নামাজ পাঠের পর শুরু হয় সন্ধ্যারতি

অভিজিৎ মুখার্জী ● আরামবাগ

হুগলির আরামবাগ ব্লকের মায়াপুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ভালিয়া গ্রামের সরকার বাড়ির দুর্গাপুজো হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য বার্তা দিয়ে চলেছে। প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের এই পুজোয় গ্রামেরই মুসলিম সম্প্রদায়ের সেখ আব্দুল মতলেব ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বংশপরম্পরায় সরকারবাড়ির পুজোয় নামাজ পাঠ করে থাকেন। দেবী দুর্গার মন্দিরের পাশে একটি উঁচু ঢিবিতে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিনদিন ধরে নামাজ পাঠ হয়। নামাজ পাঠের পরে শুরু হয় দেবী দুর্গার সন্ধ্যারতি। এলাকা সূত্রে জানা গেছে, মতলেবের পরিবারের পূর্বপুরুষরা পুজো শুরু হওয়ার সময় থেকেই এই নামাজপাঠে অংশগ্রহণ করে আসছেন। এই দায়িত্ব পালন করতে পেরে তাঁদের পরিবারের সদস্যরা খুবই খুশি। সেখ আব্দুল মতলেব জানান, বর্তমানে দেশের পরিস্থিতি সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠছে। মানুষের কাছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দিতে চান তিনি। কারণ মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় মনুষ্যত্ব। যখন কোনও সন্দোজাত শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন তাকে বোঝা যায় না সে কোন সম্প্রদায়ের শিশু। তাই আমরা বংশপরম্পরায় সরকার বাড়িতে এই কয়েকদিন একসঙ্গে নামাজপাঠ ও দেবীদুর্গার আরাধনা করে থাকি। সরকার বাড়ির সদস্য সায়ুজ সরকার বলেন, এই পুজোর সূচনা করেছিলেন আরামবাগর পূর্বপুরুষ তথা তৎকালীন জমিদার বাবুরাম সরকার। তিনি প্রজাদের খুব ভালো বাসতেন। তখনকার দিনে মুসলিম সম্প্রদায়ের পরিবারের সংখ্যা খুব বেশি ছিল। তাঁদেরকে তিনি নিজের সন্তানের চোখে দেখতেন। সেজন্য দুর্গাপুজো যাতে সকলে অংশগ্রহণ করতে পারেন তাই তিনি পুজো উপলক্ষ্যে নামাজ পাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন। জমিদার হলেও তিনি সবসময় চাইতেন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে ধর্ম যেন কোনওভাবেই বাধা না হয়ে ওঠে। তাই তিনি দুর্গাপুজোর মতো অনুষ্ঠানকে দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্কের সেতুবন্ধন হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। সেই রীতি এখনও পর্যন্ত চলে আসছে। তিনি আরও জানান, প্রতিপদের দিন এই পুজোর ঘট ওঠে। সেদিন থেকেই শুরু হয় চণ্ডীপাঠ। আর তা চলে নবমী পর্যন্ত। এখানে বলিপ্রথার প্রচলিত আছে। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে তিনটি পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। এছাড়া অষ্টমীর দিন ১০৮টি প্রদীপ জ্বালানো হয়। দশমীর দিন চ্যাং মাছ বলি দেওয়া হয়। এটা এই পুজোর রীতি। সরকারবাড়ির সদস্যরা ছাড়াও এলাকার সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ এই পুজোয় মেতে ওঠেন।

এলাকায় প্রথম দুর্গাপুজো, খুশি হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ প্রত্যেক বছর যখন গোটা শহর আলোর রোশনাইতে ভাসে তখন শুধু এই এলাকার মানুষরা অবাক পানে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। আর ভাবে সত্যিই কি কোনদিনও মা দুর্গা আমাদের এলাকায় আসবে? না কি প্রতিবার শুধুই তাঁদের পানে চেয়ে থেকে খুশি হব। এলাকার হরিজন সম্প্রদায়ের সেই সমস্ত মানুষদের পাড়াও এবার আলোকিত হয়ে উঠবে। আসবে মা দুর্গা। সৌজন্যে এলাকার প্রাক্তন পৌরসদস্য পিন্টু নন্দী। ঘটনাটি হুগলির শ্রীরামপুর পুরসভার ২৭নং ওয়ার্ডের নেতাজী মোড় এলাকার। পিন্টুবাবুর হাত ধরে এখানে প্রথম বর্ষের দুর্গাপুজোর সূচনা হতে চলেছে।

প্রথমবারের এই পুজোতেই থাকছে থিমের ছোঁয়া। ফেলে দেওয়া কিংবা হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন বিলুপ্ত প্রায় জিনিস দিয়েই নতুন সাজে সেজে উঠতে চলেছে এখানকার মণ্ডপ ও প্রতিমা।

পেনশনের টাকা না পাওয়ায় গ্রাহকদের ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ পুজোর মুখে পেনশন না পেয়ে হতাশার মুখে রাজ্য সরকারের পেনশন হোল্ডাররা। প্রতি মাসের এক তারিখে পেনশন পেয়ে যান অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীরা। অন্যান্য ব্যাঙ্কের শাখায় সময় মতো পেনশন এলেও মানকুণ্ডু এসবিআই শাখায় এখনও টাকা না আসায় ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা। প্রায় দু'হাজার পেনশন হোল্ডার রয়েছেন এখানে। চন্দননগর ট্রেজারিতে যোগাযোগ করলে তাঁরা জানিয়েছে, টাকা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লিঙ্কে কোনও গণ্ডগোল হয়েছে।

মহকুমা গ্রন্থাগারের গান্ধীজয়ন্তী পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলির আরামবাগ মহকুমা গ্রন্থাগারে জাতিরজনক মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশততম জন্মবর্ষ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন শিক্ষক প্রভাত ভট্টাচার্য। গান্ধীজির জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন আইনজীবী অজয় বেরা, শিক্ষক ও আবৃত্তিকার মদন বারিক, প্রাক্তন শিক্ষক মণিমোহন মণ্ডল এবং প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক বিভাংশু দত্ত। পাঠচক্রের পক্ষে বক্তব্য রাখেন সেখ আজিজুল ইসলাম ও সুমন মাল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন পাঠচক্রের সদস্য রাজকুমার সাঁতরা, সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সহগ্রন্থাগারিক উত্তম ভট্টাচার্যসহ পাঠচক্রের সদস্যবৃন্দ।

খেয়া পারাপার

এভাবেই দ্বারকেশ্বর নদের উপর নৈশরাই থেকে ভাদুর যাত্রী পারাপার করা হয়। নিজস্ব- চিত্র

বাচ্চাদের আনন্দ দেবে চন্দননগরের আলো

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হাতেগোনা কয়েকদিন তারপরেই শারদ উৎসবের আলোয় ঝলমল করে উঠবে সারা রাজ্য। আর আলো বলতে সবার আগে যে নামটি মাথায় আসে তা হল হুগলির চন্দননগরের আলোর যাদু। এই আলো শুধু শহরে বা জেলাতে কিম্বা রাজ্যে কি দেশেনয় বিদেশেও সমানভাবে সমাদৃত। এমনকী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বর্তমানে চন্দননগরে আলোর হাব গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন। যাতে আগামী প্রজন্মের আলোক শিল্পীরা কাজ শিখতে পারেন এবং কাজের সুযোগ পান। এই মুহূর্তে চন্দননগরের বিশ্বখ্যাত আলোক শিল্পী হলেন বাবু পাল। গত বছর তাঁর আলোতেই দীপাবলিতে সেজে উঠেছিল বলিউডের শাহেনশা অমিতাভ বচ্চনের বাড়ি। এদিন বাবু পাল বলেন, ইতিমধ্যেই চন্দননগরে আলোর হাবের কাজ শুরু হয়ে গেছে। এমনকী সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় যাদবপুর ও আটআইটির শিক্ষকরা আসবেন প্রশিক্ষণ দিতে। ফলে আধুনিক কাজ শেখার অনেক বেশি সুযোগ থাকবে। এনিয়ে চন্দননগরের আলোকশিল্পী অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বৈঠকও করা হয়েছে। অন্যদিকে বাবু পাল বলেন, এবারের পুজোয় তিনি মূলত বাচ্চাদের কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন ধরনের কার্টুন, পাখি ও ইন্সজাতের উপরেই আলো বানাচ্ছেন। পাশাপাশি চন্দননগরের অন্যান্য আলোক শিল্পীদের দাবি, এক সময় নানা কারণে এই শিল্প ধ্বংসের পথে চলে যেতে বসেছিল। কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর প্রচেষ্টায় তাঁরা আবার নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। কাজের সুযোগ যেমন বেড়েছে, তেমনিই সহজ শর্তে তাঁদের লোন পাওয়ার সুবিধাও দেওয়া হচ্ছে।

পুজোকে সামনে রেখে জঞ্জাল পরিষ্কার

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ বহুদিন ধরে খানাকুল ২নং ব্লকের ভীমতলা থেকে রামচন্দ্রপুর পর্যন্ত রাস্তার দুধারে বড় বড় ঝোপঝাড়ে ভর্তি ছিল। রাতের অন্ধকারে রাস্তায় জঞ্জালের জন্য ল্যাম্প পোস্টের লাইট দেখা যায় না ঠিক ভাবে। কারণ খানাকুলবাসী ভেবেছিল, বন্যা হলে এই সব ঝোপঝাড়গুলি জলের স্রোতে বইয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু সেটা হয়নি। তাই খানাকুল ২নং পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নূরনবী মণ্ডল ও জেলা পরিষদের সদস্য মুন্সি নজিবুল করিমের নির্দেশে রাজহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে রাস্তার দুধারের ঝোপজঙ্গল সাফাই করা হচ্ছে জেসিবি দিয়ে।

কারণ দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষজন ঠাকুর দেখার জন্য ভিড় জমান সেই জন্যই দুর্ঘটনা এড়াতে এই ব্যবস্থা। এতে খুশি খানাকুলবাসী। জানা গেছে, এটি দীর্ঘ ৪ কিমি রাস্তা। এখানে রামচন্দ্রপুর, রাজহাটী, হীরাপুর, কুশালী এই চারটি গ্রাম পড়ে এই রাস্তার ধারে এবং প্রায় ১০ হাজারের বেশি মানুষ এই চারটি গ্রামে বসবাস করেন। স্কুল, কলেজের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন।

রাস্তায় নির্মাণ সামগ্রী, ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ রাস্তার মধ্যে রয়েছে বাড়ি তৈরির সামগ্রী। যানবাহন চলাচল একপ্রকার বন্ধ। এই ছবি চন্দননগরের জ্যোতির মোড় থেকে চন্দননগর থানা বা এস ডি ও অফিস যাওয়ার ব্যস্ততম রাস্তার। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এই এলাকায় দুটি বাড়ির তৈরির জন্য নির্মাণ সামগ্রী প্রায় এক সপ্তাহ ধরে পড়ে রয়েছে। পৌরসভাকে জানিয়েও কোনও সুফল পাওয়া যাইনি। এছাড়াও চন্দননগরের মহকুমাশাসককে এই বিষয়ে জানান হয়। তাতেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। এই নির্মাণ সামগ্রী রাস্তায় পড়ে থাকার ফলে এই রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল একপ্রকার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী থেকে অফিস যাত্রীদের যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে।

পুজো উদ্যোক্তাদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ প্রতিবছরের মতো এবছরও আরামবাগ মহকুমাশাসকের 'দিশা' ভবনে দুর্গাপুজো নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। এই বৈঠকে আরামবাগ শহর ও ব্লকের প্রতিটি পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা হাজির ছিলেন। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ মহকুমাশাসক লক্ষী বি তেজারু, আরামবাগ পুলিশ আধিকারিক কৃশানু রায়, আরামবাগ অই সি শান্তনু মিত্র, বিডিও বিশাখ ভট্টাচার্য, দমকলের ওসি শিবশঙ্কর চক্রবর্তী এবং পরিবহন দপ্তরের কর্মীরা। এখানে প্রশাসনের তরফ থেকে প্রতিটি পুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের পুজোর দিনগুলিতে সজাগ থাকতে বলা হয় এবং যেগুলি বড় বাজেটের দুর্গাপুজো হচ্ছে সেগুলিতে সিসি টিভিসহ মনিটর রাখা এবং পুজো কমিটিগুলির স্বেচ্ছাসেবীরা যেন সর্বদা মণ্ডপে প্যাচ পরে থাকে সে কথা জানিয়েছে প্রশাসন। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যেমন- কন্যাশ্রী, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ ব্যানার প্রতিটি পুজো মণ্ডপে রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে সকল দর্শনার্থীদের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে যাঁরা বাচ্চা নিয়ে মণ্ডপ পরিদর্শন করতে আসবেন তাঁরা যেন বাড়ির নাম ঠিকানা লেখা তাদের বাচ্চার জামার পকেটে রেখে দেন। তাহলে বাচ্চা হারিয়ে গেলে খুব তাড়াতাড়ি তাকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হবে।

'হে মহাজীবন' কবিতার বিখ্যাত লাইন ফুটে উঠছে মিলন সংঘে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি ঃ ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'হে মহাজীবন' কবিতার বিখ্যাত লাইনকেই শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে হুগলির ডানকুনির মিলন সংঘে। চতুর্থ বর্ষের এই পুজোতে থিমের ভাবনা এবারে অনেকেই তাক লাগাবে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা। পুজো কমিটির সভাপতি তথা কলকাতা পুলিশের অ্যাসিসট্যান্ড কমিশনার পিনাকী দাস বলেন, ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের পর শোষিত ভারতে যে মন্বন্তর দেখা দিয়েছিল সেখানে ক্ষুধার্ত ভারতের কালাহান্ডি, তেলেঙ্গানা প্রভৃতি জায়গার কথা শুনলে আজও আমাদের গা শিউরে ওঠে। সেই পরিস্থিতি থেকে শুরু করে বর্তমান উন্নয়নশীল ভারতবর্ষের রূপ এই পুজো মণ্ডপে তুলে ধরা হচ্ছে। মণ্ডপের বাইরে অংশটি একটি সুবিশাল উঁনুনের ন্যায়। যার উপরে একটা হাঁড়িতে সর্বদা ভাত ফুটবে। আর মণ্ডপের ভিতরে থাকছে ক্ষুধার্ত ভারতের কলজে বেরিয়ে যাওয়া মানুষগুলির অবয়ব। ভারতবর্ষ সেসময়টা অতিক্রম করতে কি করেছিল তা বিশেষ আলোর বিচ্ছুরণের মাধ্যমে বোঝানো হবে। পাশা পাশি দর্শকদের মনে হবে যে আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের মানুষগুলো ঘুরে দাঁড়াতে মা দুর্গার কাছে শরণাপন্ন হয়েছেন।

অন্যদিকে মণ্ডপসজ্জার মূল শিল্পী আশিস ভৌমিক বলেন, এটা একটা অফবিট কাজ। নতুন ভাবনার কাজ। নতুন প্রজন্মের কাজ।

স্বর্ণ ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাই

নিজস্ব সংবাদদাতা, বৈদ্যবাটী ঃ এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে বন্দুক দেখিয়ে ব্যাগ ছিনতাই করল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির বৈদ্যবাটির মাটিপাড়া এলাকায়। দোকান বন্ধ করে স্বর্ণ ব্যবসায়ী সুদর্শন আঢ্য বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় হামলা চালায় মোটর সাইকেলে আসা তিন দুষ্কৃতী। বন্দুকের বাট দিয়ে মাথায় মেরে ব্যাগটি ছিনতাই করে পালায়। বর্তমানে আহত ব্যবসায়ী স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মো: ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনস্টিক
আরামবাগ (কোর্ট রোড), হুগলী
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিওগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R, M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।